পুরাণ পড়া ও পুরাণ শোনা

উইলিয়ম ওয়ার্ড

শ্রীরামপুর মিশনের প্রথিতযশা উইলিয়ম কেরী ও মার্শম্যানের সহযোগী ছিলেন উইলিয়ম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৯২৩)। বঙ্গদেশে হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশাল রচনাটি 'দেশজদের' আচার-আচরণ ও বিশ্বাসের বিবৃতিধর্মী বয়ান। নানা সংস্কার ও আচারের একটি তালিকা করা হয়েছে; তালিকার প্রত্যেকটি বিষয়ের আগে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কিছু না কিছু বলা হয়েছে। মনে হয় যে কোনো সংগ্রহশালার বিস্তৃতপঞ্জী পড়ছি, কী কী দ্রষ্টব্য নথিবদ্ধ আছে, তার উপরেচোখ বুলিয়ে নিচ্ছি।

এই জাতীয় রচনার সঙ্গে আমরা পরিচিত। 'হিদেনদের' খ্রিস্টান করতে হবে; কিন্তু সেইজন্য তাদের সংস্কৃতিটা বোঝা দরকার। উনিশ শতকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই জাতীয় পুস্তক লেখা হয়েছে। কোনো পুস্তকে সভ্যতা প্রসঙ্গে সামগ্রিক বক্তব্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কোনো আলোচনা প্রতিবেদন-ধর্মী, খবর দেওয়াটাই মূল লক্ষ্য। ওয়ার্ডের রচনাটি দ্বিতীয় বর্গভুক্ত।

অষ্টাদশ শতকের শেষে ও উনবিংশ শতকের গোড়ায় বাঙ্গলা-দেশে পুরাণপাঠের আসর কেমন ছিল, সেই প্রসঙ্গে এক বিদেশী প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণ হিসাবে ওয়ার্ডের রচনাংশ মূল্যবান ও কৌতূহলোদ্দীপক। মূলে দেশজ শব্দের বানানগুলি ওয়ার্ড তাঁর নিজের উচ্চারণানুযায়ী করেছেন, মাঝে মাঝে ছোট ছোট 'টীকাও' দিয়েছেন। তাঁর পাঠককুলত' সহমর্মী মিশনারি ও কৌতূহলী সাহেবরা।

অনুবাদের উৎস: *A view of the History, Literature, Religion of the Hindoos including a minute description of their manners and customs and translations from their principal works*, 2nd edition, Vol. II, Section *XX*, Serampore, 1815, 288-2901

বইটির প্রথম সংস্করণ ১৮১১ সালে প্রকাশিত হয়।

অধিকাংশ পুরাণের শেষে লেখক হলফ করে জানান, যাঁরা এটি পাঠ করছেন এবং যাঁরা শুনছেন তাঁদের সকলের পাপ মুছে যাবে এই পবিত্র গ্রন্থের প্রভাবে। বঙ্গদেশে প্রধানত যেসব পুরাণ পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে পঠিত হয়, সেগুলি হল, মহাভারত, শ্রীভাগবৎ, কালিকা পুরাণ, উৎকল ও কাশী খণ্ড।* কার্তিক, মাঘ অথবা বৈশাখের কোনও পুণ্যদিন বেছে নেওয়া হয়। কিংবা ব্রাহ্মণ ভোজনের আগের দিন। অনুষ্ঠানটি বড় আকারের হলে, চার পাঁচ হাজার লোক ধরে এমন একটি বিশাল জায়গায় খড়ের চালা বানানো হয়, যার চারদিক খোলা। চালার একদিকে একটি জায়গা ঈষৎ উঁচু করে রাখা হয় যিনি পাঠ করবেন তার জন্য। এবং চালার অন্যপ্রান্তে বাড়ির বারান্দা থাকলে সেদিকটায় পর্দা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়, সেখান থেকে বাড়ির মেয়েরা

* শেষতম গ্রন্থ দুটি স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত।

পাঠ শোনে ও চিকের আড়াল থেকে দেখে। বসবার জন্য মাদুর বিছিয়ে দেওয়া হয়, একদিকে ব্রাহ্মণ, অন্যদিকে কায়স্থ** এবং আর এক দিকে শূদ্রদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের দিন ছাউনিতে এসে লোকে প্রথমে শালগ্রাম শিলাকে ও পরে ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে। অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করছেন যিনি, স্নান সেরে তিনি এই সমাবেশে যোগ দেন। পাঠের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে পণ্ডিতদের অনুরোধ করেন পাঠক নির্বাচন করতে। যাঁরা পাঠ করবেন গৃহস্থ তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে বস্ত্র দিয়ে তাঁদের কর্তব্য বলে দেন। পাঠক উচ্চাসনে (ব্যাসাসন) বসেন, তাঁর ডান ও বাম দিকে বসেন ধারকরা। পাঠকের মুখোমুখি থাকেন সদস্য, মূল গ্রন্থ থেকে বিচ্যুতি ঘটছে কিনা তিনি যাচাই করেন। লোকজন (শ্রোতারা) সামনে বসে থাকেন। গৃহস্থের কল্যাণ কামনায় তাঁরা পাঠ শোনেন। পাঠ শুরু হওয়ার আগে এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের নামে শালগ্রাম শিলাকে মাল্যভূষিত ও চন্দনচর্চিত (হোয়াইট পেইন্ট) করেন। তারপর পাঠকের গলায়, হাতে, মাথায় ফুলের মোটা মালা পরিয়ে দেন। তাঁর বুকে এবং কপালে চন্দন লেপে দেন। তারপর কিছু ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রকেও মাল্যভূষিত করা হয়। এরপর পাঠক উচ্চকণ্ঠে কোনও একটি পুরাণ পাঠ শুরু করেন (বেলা নটা-দশটায়)। প্রথম দিন পাঠ হয় এক ঘণ্টা কিন্তু পরের দিনগুলিতে পাঠ শুরু হয় সকাল সাতটায়, চলে দুপুর বারোটা পর্যন্ত। বিকেলে আবার আসর বসে, তখন সকালে সংস্কৃতে পঠিত পুরাণের অর্থ বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করেন কথক (বক্তা), তিনি তখন পাঠকের আসনে (ব্যাসাসনে) বসেন, সামনে সিংহাসনে রক্ষিত হয় শালগ্রাম। সমবেত বহুজন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ তখন পাঠককে অর্থোপহার দেন। আসর ভাঙে সন্ধ্যায়। মানুষজন ঘরে ফিরতে শুরু করে যা শুনলেন সে সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে। যতদিন পর্যন্ত গ্রন্থটি শেষ না হচ্ছে ততদিন রোজ এই চলে। মহাভারত পাঠে লাগে চার মাস, শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠে এক মাস। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতিথিদের শুরুর দিন ভোজ না দিয়ে ভোজ ও ব্রাহ্মণ বিদায়ের ব্যবস্থা শেষের দিনে করা হয়। এই ধরনের পাঠানুষ্ঠানে ধনী ব্যক্তিরা কখনো কখনো কম করে ১০,০০০ টাকা খরচ করতেন বলে শোনা যায়। পাঠের আয়োজন করায় গৃহস্বামীর ভবিষ্যতে মঙ্গল হবে এই প্রতিশ্রুতি মিলত। □

** কায়স্থের বাড়িতে পুরাণ পাঠের আয়োজন হলে পাঠ শুরুর আগে পুরোহিত ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি ও গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ফুল, চাল, ধূপ-ধুনো দিয়ে গ্রন্থটি ও গ্রন্থের চরিত্রদের পুজো করা হয়।